নৃত্যধারা বাংলার নৃত্য ঐতিহ্যের সন্ধানে

বাংলাদেশের গান ও নৃত্য এই দুই শিল্প মাধ্যমের ঐতিহ্য ভাষা সৃষ্টির সময় থেকেই বহমান। প্রাচীন যুগ থেকেই নৃত্যের বিকাশ হয়েছিল আমাদের এই অঞ্চলে। শিল্প চর্চার অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র নৃত্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আমাদের প্রাচীন সব নৃ-তাত্ত্বিক আবিষ্কারে। উৎসবমুখর আনন্দভঙ্গির পাশাপাশি প্রাত্যহিক সকল কার্যাবলীর প্রমাণ মেলে প্রাচীন সভ্যতার ফলকে। যুগ যুগ ধরে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতি নৃত্যের সঙ্গে যে একাত্মতা ঘোষণা করেছে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার স্পৃহা থেকেই নৃত্যধারার সৃষ্টি। নৃত্যের প্রতি ভালোবাসা ও নৃত্য চর্চার দায়বদ্ধতার ফলাফল হলো নৃত্যধারা। মিনু হক, আনিসুল ইসলাম হিরু, দীপা খন্দকার, তামান্না রহমান, মুনমুন আহমেদ ও কবিরুল ইসলাম রতন এই ছয় জনের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে নৃত্যধারা। তাদের অনেক দিনের ভাবনা ছিল ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশের নৃত্যকে কিভাবে সাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়া যায়।

নৃত্যধারার যাত্রার প্রথম বছর উদযাপন করা হলো উৎসবের মাধ্যমে। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো নৃত্য উৎসব। নৃত্যধারার উদ্যোগে 'বাংলাদেশ নৃত্য উৎসব ২০০২' আয়োজিত হয়েছিল গত সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ থেকে ১৭ তারিখে।

'বাংলাদেশ নৃত্য উৎসব ২০০২'-এর মাধ্যমে নৃত্যের প্রতিটি শাখা যেমন প্রসারিত হয়েছে তেমনিভাবে বিস্তার লাভ করেছে নৃত্য চর্চা। বাংলা সংস্কৃতির অন্যতম ধারক নৃত্য বহুদিন ধরেই অবহেলিত। এই অবহেলিত শিল্প মাধ্যমকে জনপ্রিয় ও এর বিভিন্ন অজানা তথ্যগুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার তাগিদেই নৃত্যধারার এই ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়াস।

তিনদিনের এই নৃত্য উৎসবে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে স্থানীয় শিল্পকলাকে তুলে ধরা হয়েছে। ঘোড়ামারা কমলগঞ্জ থেকে মণিপুরী নৃত্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে মারমা, ত্রিপুরা ও চাকমা নৃত্য, ঠাকুরগাঁও থেকে সাঁওতাল নৃত্য পরিবেশনা করেন আঞ্চলিক শিল্পীবৃন্দ। এছাড়াও বুলবুল ললিতকলা একাডেমি, ঝংকার ললিতকলা একাডেমি, বেণুকা ললিতকলা একাডেমি, বেলায়েত হোসেন খান ও তার দল, আকৃতি ও নৃত্যধারার পরিবেশনায় ছিল বৃন্দ নৃত্য।

নৃত্যধারার উৎসবে দেশের সকল ললিতকলা একাডেমি সমূহ অংশগ্রহণের পাশাপাশি দর্শকদের মধ্যেও অনেক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। দেশের ও বিদেশের সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিবর্গ ভিড় করে উপভোগ করেছেন নৃত্যধারায় এই ব্যতিক্রমধর্মী উৎসব। উৎসবে তারা ধ্রুপদী নৃত্যের পাশাপাশি আদিবাসীদের ঐতিহ্যও তুলে ধরেছেন।

জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে তিনটি দিন মুখরিত হয়েছিল কলাকুশলী ও দর্শকদের আনন্দে। সবার মাঝে একটি উৎসাহ বিরাজ করেছিল যা উৎসবকে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছে। উৎসবের পাশাপাশি একটি নৃত্য বিষয়ক সেমিনারেরও আয়োজন করা হয়। সেমিনারের মূল উপজীব্য বিষয় ছিলো 'ইতিহাসের সম্মুখ রেখায় বাংলাদেশের নৃত্য'। এই সেমিনারের মধ্য দিয়ে হাজার বছরের পুরনো বাঙালি নৃত্যকলা ও এর শাখাসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে সেমিনারে। এবারের উৎসবের অন্যতম প্রধান দিক ছিল একজন কৃতি নৃত্যশিল্পীর প্রতি সম্মান জ্ঞাপন ও পুরস্কার প্রদান। শিল্পকলা ও নৃত্যে বিশেষ অবদানের জন্য মোঃ বেলায়েত হোসেন খানকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

নৃত্যধারার পরিচালকবৃন্দ প্রতি দু'বছর পর এই উৎসব আয়োজন করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নৃত্য ক্ষেত্রে দেশের স্বনামধন্য শিল্পীদের উদ্যোগে এই আয়োজন প্রথমবারের মতো আগামীতেও সাফল্য লাভ করবে বলে সকলেই আশাবাদী।

পলা আজিজ